মাকতাবাতুল মদীনা
MAKTABA TUL MADINAH

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৮০
WEEKLY BOOKLET:180

শানে সিদ্দিকে আকবর رضي الله عنه

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

শানে সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই "**শানে সিদ্দিকে আকবর**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদাউসে জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাক পাঠ করা গুনাহকে এমন দ্রুতভাবে মিটিয়ে দেয় যে, পানিও আগুনকে এত দ্রুত নিভিয়ে দেয় না আর **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করা গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম। (তারিখে বাগদাদ, ৭/১৭২)

জু হো মরীযে লা দাওয়া ইয়া কিসি গম মে মুবতালা
সুবহ ও মাসা পড়ে সদা সাল্লে আলা মুহাম্মদ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ঈমান সতেজকারী স্বপ্ন

ইসলামের সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে জাহেলী যুগে একজন নেককার ব্যবসায়ী সিরিয়ায় ব্যবসার জন্য গেলেন, সেখানে তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন, যা "বুহাইরা" নামক একজন পাদ্রিকে শুনালেন। সেই পাদ্রি জিজ্ঞাসা করলো: তুমি কোথা হতে এসেছো? সেই ব্যবসায়ী উত্তর দিলো: "মক্কা থেকে।" সে আবার জিজ্ঞাসা করলো: "কোন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখো?" ব্যবসায়ী বললো: "কোরাইশের সাথে।" জিজ্ঞাসা করলো: "কি করো?" বললেন: "আমি একজন ব্যবসায়ী।" সেই পাদ্রি বলতে লাগলো: "যদি **আল্লাহ পাক** তোমার স্বপ্নকে সত্যে রূপান্তরিত করেন তবে **তিনি** তোমাদের গোত্রেই একজন নবী প্রেরণ করবেন, **তাঁর** জীবদ্দশায় তুমি **তাঁর** উজির হবে এবং ওফাত শরীফের পর **তাঁর** উত্তরাধিকারী হবে।" সেই নেককার ব্যবসায়ী নিজের এই স্বপ্ন এবং এই ব্যাখ্যা কাউকে বললেন না, যখন ইসলামের সূর্য উদিত হলো, **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ রাসূল, রাসূলে মকবুল, রিসালতের বাগানের সুবাশিত ফুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়তের ঘোষণা করলেন তখন এই ব্যবসায়ীকে সিরিয়ায় দেখা সেই স্বপ্ন এবং এর ব্যাখ্যার ঘটনাটি প্রমাণ হিসাবে নিজেই বর্ণনা করে

দিলেন, যা শুনে সেই নেককার ব্যবসায়ী **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আলিঙ্গন করলেন এবং কপাল মুবারকে চুম্বন করে বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ** ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই এবং আমি এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি **আল্লাহ পাকের** প্রেরীত (সত্য) **রাসূল**। সেই নেককার ব্যবসায়ীর বক্তব্য হলো: "সেদিন আমার ইসলাম গ্রহন করাতে মক্কায়ে পাকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি কেউ খুশি ছিলো না।" **(রিয়াদুন নদারা, ১/৮৩)**

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আপনারা কি জানেন এই নেককার ব্যবসায়ী কে ছিলেন? জি হ্যাঁ! তিনি হলেন মুসলমানদের প্রথম খলিফা, সবচেয়ে বড় মুত্তাকী (অর্থাৎ পরহেযগার) জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, সাহাবী ইবনে সাহাবী গুহার সাথী ও মাযারের সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ।

সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান

"সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ" এ রয়েছে: হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, মক্কায়ে পাকে একটি চাঁদ অবতীর্ণ হলো, হঠাৎ সেই চাঁদ ফেটে গেলো এবং এর টুকরো মক্কায়ে পাকের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করলো,

www.dawateislami.net

অতঃপর চাঁদের টুকরোগুলো জড়ো হয়ে গেলো এবং সেই চাঁদ তাঁর কোলে এসে গেলো। তিনি رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে জানানো হলো, **আখেরী যুগের নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **যাঁর** জন্য সকলে অপেক্ষমান, আপনি **তাঁর** অনুসারী (Follower) এবং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবেন। ব্যস যখন **আল্লাহ পাকের শেষ নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নবুয়তের ঘোষণা করলেন এবং তাঁকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন তখন তিনি দেরী না করে সাথে সাথেই ইসলাম কবুল করে নিলেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ২/৩০৩) **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বয়াঁ হো কিস যবাঁ সে মরতবা সিদ্দিকে আকবর কা
হে ইয়ারে গার মাহবুবে খোদা সিদ্দিকে আকবর কা

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

পরিচিতি

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! মুসলমানদের প্রথম খলিফা, আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর মুবারক নাম '**আব্দুল্লাহ**', উপনাম '**আবু বকর**'

এবং উপাধি **‘সিদ্দীক’** ও **‘আতীক’**। ‘সিদ্দীক’ অর্থ হলো: “অত্যাধিক সত্যবাদী।” তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জাহেলী যুগেই এই উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, কেননা তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সর্বদাই সত্য বলতেন এবং ‘আতীক’ অর্থ হলো: “স্বাধীন, মুক্ত।” **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সুসংবাদ দান করে ইরশাদ করেছিলেন: اَنْتَ عَتِیْقٌ مِّنَ النَّارِ অর্থাৎ “তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত।” এ কারণেই তাঁর উপাধি **“আতীক”** হয়। (তারীখুল খুলাফা, ২৬ পৃষ্ঠা) তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কোরাইশ বংশীয় আর তাঁর বংশীয়ধারা সপ্তম পূর্বপুরুষে গিয়ে **রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশীয় ধারার সাথে মিলে যায়, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হস্তী বর্ষের (অর্থাৎ যেই বছর অভিশপ্ত আবরাহা বাদশাহ হাতির বাহিনী নিয়ে পবিত্র কাবায় আক্রমন করেছিলো, তার) প্রায় আড়াই বছর পর মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন।

ইলাহী! রহম ফরমা! খাদিমে সিদ্দিকে আকবর হোঁ
তেরী রহমত কে সদকে, ওয়াসেতে সিদ্দিকে আকবর কা

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

মুবারক আকৃতি

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা তায়্যিবা তাহেরা আবীদা আফীফা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে

জিজ্ঞাসা করা হলো: "হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর আকৃতি (মুবারক) কেমন ছিলো?" বললেন: "তাঁর রঙ ফর্সা, শরীর দূর্বল এবং চেহারায় মাংস কম ছিলো, কোমরের দিকে তেহবন্দ (লুঙ্গি) শক্ত করে বাঁধতেন যাতে ঝুলে পড়া থেকে নিরাপদ থাকে, তাঁর চেহারা মুবারকের শিরাগুলো দেখা যেতো, অনুরূপভাবে হাতের তালুর পেছনের শিরাগুলোও স্পষ্ট দেখা যেতো।" (তারিখুল খোলাফা, ২৫ পৃষ্ঠা)

বেহতরি জিস পে করে ফখর ওহ বেহতর সিদ্দিক
সরওয়ারি জিস পে করে নায ওহ সরওয়ার সিদ্দিক

গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

ফযীলত ও মর্যাদার ভিত্তিতে মসলকে হক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতামত ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সকল সাহাবায়ে কিরাম উচ্চ পর্যায়ের ও নিম্ন (এবং তাঁদের মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের কেউ নেই) সবাই জান্নাতী, আম্বিয়া ও মুরসালিনের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام পর **আল্লাহর** সকল সৃষ্টি মানুষ, জিন ও ফিরিশতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন "সিদ্দীকে আকবর", অতঃপর ওমর ফারুকে আযম, অতঃপর উসমানে গনী, অতঃপর মওলা আলী

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ, চারজন খোলাফায়ে রাশিদিনের পর অবশিষ্ট আশারায়ে মুবাশ্‌শারাগণ ও হযরত হাসান ও হোসাইন, আসহাবে বদর ও আসহাবে বাইতুর রিদওয়ানগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ফযীলত প্রাপ্ত এবং এরা সবাই অকাট্য জান্নাতী। উত্তমের অর্থ হলো: **আল্লাহ পাকের** নিকট অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হওয়া, একে অধিক সাওয়াব দ্বারাও ব্যাখ্যা করা হয়।

(বাহারে শরীয়াত, ১/২৪১-২৪৫)

মুস্তফা কে সব সাহাবী জান্নাতী হে লা জারাম
সব সে রাজী হক তাআলা সব পে হে উস কা করম

নবীর সকল সাহাবী	জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকও	জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও	জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে উসমানও	জান্নাতী জান্নাতী
ফাতিমা ও আলী	জান্নাতী জান্নাতী
নবীর সকল বিবি	জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সবচেয়ে বড় মুত্তাকী

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! মুসলমানের প্রথম খলিফা, সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী

হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর শান ও মহত্বের কথা কি বলবো! তাঁর ফযীলত আকাশের নক্ষত্র, পৃথিবীর ধুলিকণার ন্যায় অগণিত, তাঁর ফযীলত কোরআনে পাকে বর্ণনা করা হয়েছে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর ফযীলত বর্ণনা করেছেন বরং ফিরিশতাদের সর্দার হযরত জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام ও হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ কে ভালবাসতেন। **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমের ৩০ তম পারা সূরা লাইল এর ১৭-২১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَسَیُجَنَّبُهَا الۡاَتۡقَی ﴿۱۷﴾ الَّذِیۡ یُؤۡتِیۡ مَالَهٗ یَتَزَکّٰی ﴿۱۸﴾ وَمَا لِاَحَدٍ عِنۡدَهٗ مِنۡ نِّعۡمَةٍ تُجۡزٰۤی ﴿۱۹﴾ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ الۡاَعۡلٰی ﴿۲۰﴾ وَلَسَوۡفَ یَرۡضٰی ﴿۲۱﴾

(পারা ৩০, সূরা লাইল, আয়াত ১৭-২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তা থেকে অনেক দূরে রাখা হবে যে সর্বাধিক পরহেযগার। যে নিজ সম্পদ প্রদান করে, যাতে পবিত্র হয়। তার উপর কারো (এমন) কোন অনুগ্রহ নেই, যার প্রতিদান দিতে হবে। শুধু আপন **রবে**র সন্তুষ্টি কামনা করে, **যিনি** সবচেয়ে মহান। আর নিশ্চয় অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে।

আজ থেকে প্রায় আটশত বছর পুরাতন বুযুর্গ হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **তাফসীরে কবীরে** বলেন: "মুফাসসীরে কিরামগণ (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) এই বিষয়ে একমত

যে, এই আয়াতে মুবারাকা আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।"

(তাফসীরে কবীর, ১১/১৮৭)

খোদা ইকরাম ফরমাতা হে আতকা কেহ্ কে কোরআনে মে
করে ফির কিউঁ না ইকরাম আতকিয়া সিদ্দিকে আকবর কা

শানে নুযুল

যখন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (মুয়াজ্জিনে রাসূল) হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে অত্যন্ত চড়া মূল্যে ক্রয় করে মুক্ত করলেন, তখন কাফিররা আশ্চর্য হয়ে গেলে এবং তারা বললো: হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এমন কেন করলো? হয়তো হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর তাঁর উপর কোন দয়া (অনুগ্রহ) রয়েছে, যার কারণে তিনি তাঁকে এতো চড়া মূল্যে ক্রয় করেছেন এবং মুক্ত করে দিয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই আয়াত এর পরবর্তি আয়াতে একথা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই কাজটি শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই করেছেন, কারো অনুগ্রহ পরিশোধ করার জন্য নয়, আর তাঁর উপর হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও অন্যান্যদের কোন অনুগ্রহ ছিলো না।

(খাযিন, সূরা লাইল, ১৯-২০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৩৮৫)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ হযরত বিলাল رَضِیَ اللہُ عَنْہُ ছাড়াও অনেক লোককে তাঁদের ইসলাম গ্রহনের কারণে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যেমন; হযরত আমের বিন ফুহাইরা, হযরত উম্মে উমাইস এবং হযরত যাহরা رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ এবং তাঁর ইসলামের দাওয়াত প্রসার করার বরকতে পাঁচজন এমন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ইসলাম গ্রহন করেন, যাঁদেরকে **"আশারায়ে মুবাশশরা"** এর মধ্যে গন্য করা হয়। (আশারায়ে মুবাশশরা ঐ দশজন সাহাবায়ে কিরামকে বলা হয়, যাঁদেরকে জীবিত অবস্থায় **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন)।

ওহ দসোঁ জিন কো জান্নাত কা মুচদা মিলা
উস মুবারক জামাআত পে লাখো সালাম

নবীর সকল সাহাবী	জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকও	জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও	জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে উসমানও	জান্নাতী জান্নাতী
ফাতিমা ও আলী	জান্নাতী জান্নাতী
নবীর সকল বিবি	জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত বিলাল رَضِیَ اللہُ عَنْہُ কে ক্রয় করাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ কে ইরশাদ করেছিলেন: হে আবু বকর! বিলালের ক্রয়ে আমাকেও তোমার সাথে অংশীদার বানিয়ে নাও, অর্ধেক দাম আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, আমি এবং তুমি উভয়েই তাঁর ক্রেতা। তখন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ ব্যাকুল হয়ে করে উঠলেন, কদমে লুটিয়ে পড়ে বললেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমিও আপনার গোলাম, বিলালও আপনার গোলাম, **হুযুর**! আমি তাঁকে আপনার জন্য কিনেছি, আমি তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছে। (হযরত) বিলাল رَضِیَ اللہُ عَنْہُ যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারক দেখলেন তখন চেহারা মুবারক দেখতেই বেহুঁশ হয়ে গেলেন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের চাদর দ্বারা (তাঁর) চেহারার পাশে লেগে থাকা ধুলো পরিস্কার করলেন এবং ইরশাদ করলেন: اُوْذِيْتَ فِي اللهِ كَثِيْراً অর্থাৎ হে বিলাল, তুমি **আল্লাহর** পথে অনেক কষ্ট পেয়েছো।

তিনি আরো বলেন: হে সিদ্দিক! তোমার প্রতি লাখো সালাম, কেননা তুমি আমরা সকল মুসলমানের সরদার হযরত বিলালকে মুক্ত করেছো। তুমি আমাদের সরদার হযরত

বিলালকে মুক্ত করেছো, তুমি আমাদের সরদারেরও সরদার। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৫২)

গদা সিদ্দিকে আকবর কা খোদা সে ফযল পাতা হে
খোদা কে ফযল সে মে হোঁ গদা সিদ্দিকে আকবর কা

জান্নাতুল আদনের হকদার কে?

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: যখন আবু বকর সিদ্দিক (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) জন্মগ্রহন করেন তখন **আল্লাহ পাক** জান্নাতুল আদনকে ইরশাদ করেন: আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! তোমার মাঝে শুধু ঐ লোকেরাই প্রবেশ করবে, যারা এই জন্মগ্রহনকারীকে (অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) ভালবাসবে। (তারিখে দামেশক, ১৩/৬৯)

তু হে আ'যাদ সাকার সে তেরে বান্দে আযাদ
হে ইয়ে সালিক ভি তেরা বান্দায়ে বে যর সিদ্দিক

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

জমিনে চেয়ে আসমানে বেশি প্রসিদ্ধ

জান্নাতী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, একবার হযরত জিব্রাঈল আমীন (عَلَیْہِ السَّلَام) **রাসূলে**

পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন আর এক কোণায় বসে গেলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেখান থেকে যাওয়ার সময় জিব্রাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام আরয করলেন: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ইনি কি আবু কাহাফার ছেলে?” তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “হে জিব্রাঈল! তোমরা আসমানে অবস্থানকারীরা তাঁকে কি চিনো?” হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيۡهِ السَّلَام আরয করলেন: “ঐ **প্রতিপালকের** শপথ, **যিনি** আপনাকে সত্য **নবী** বানিয়ে প্রেরণ করেছেন! আবু বকর জমিনের তুলনায় আসমানে বেশি প্রসিদ্ধ আর আসমানে তাঁর নাম হলো “হালিম”।

(রিয়াদুন নদারা, ১/৮২)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ১২টি বাণী

১. যারা দোযখ থেকে মুক্ত ব্যক্তিকে দেখতে চায়, তারা “আবু বকর” কে দেখে নাও।

(মু'জামু আওসাত, ৬/৪৫৬, হাদীস ৯৩৮৪)

২. আবু বকরের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমার সকল উম্মতের উপর ওয়াজিব।

(তারিখুল খোলাফা, ৪৪ পৃষ্ঠা)

৩. আবু বকর! আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি তুমিই হবে। (আবু দাউদ, ৪/২৮০, হাদীস ৪৬৫২)

৪. (হে আবু বকর!) তুমি (জাহান্নামের) আগুন থেকে **আল্লাহ পাকের** পক্ষ হতে আযাদকৃত (ব্যক্তিত্ব)।

(তিরমিযী, হাদীস ৩৬৯৯)

৫. "হে আবুল হাসান! (অর্থাৎ হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন:) আমার নিকট আবু বকরের তেমনই মর্যাদা, যা **আল্লাহ পাকের** নিকট আমার মর্যাদা।" (রিয়াদুন নদারা, ১/১৮৫)

৬. **আল্লাহ পাক** কিছু জান্নাতী হুরদেরকে ফুল দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাদেরকে গোলাপী হুর বলা হয়, তাদেরকে শুধু নবী বা সিদ্দিক অথবা শহীদরাই বিবাহ করতে পারবে এবং আবু বকরকে তেমনই চারশত (৪০০) হুর প্রদান করা হবে। (রিয়াদুন নদারা, ১/১৮৪)

৭. আমাকে আকাশের পরিভ্রমন করানো হয়েছে, ব্যস যেই আসমান দিয়ে গমন করেছি আমি সেখানে আমার নাম লিপিবদ্ধ পেয়েছি এবং আমার পর আবু বকরের নামও লিপিবদ্ধ পেয়েছি। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ৯/১৯, হাদীস ১৪২৯৬)

৮. আমার প্রতি যারই অনুগ্রহ ছিলো আমি তার প্রতিদান দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আবু বকরের আমার প্রতি এমন

অনুগ্রহ রয়েছে, যার প্রতিদান **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তাঁকে প্রদান করবেন। (তিরমিযী, ৫/৩৭৪, হাদীস ৩৬৮১)

৯. আবু বকর দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ভাই, **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং **আল্লাহর রাসূলের** পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন, কেননা সে নিজের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করেছে। (রিয়াদুন নদারা, ১/১৩১)

১০. আবু বকরের উপর কাউকে ফযীলত দিও না, কেননা সে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের সকলের (সাহাবা) চেয়ে উত্তম। (রিয়াদুন নদারা, ১/১৩৭)

১১. আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশি দয়ালু হলো আবু বকর সিদ্দিক। (তিরমিযী, হাদীস ৩৮১৫)

১২. হে আবু বকর! **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির প্রতি সাধারণ তাজাল্লি প্রদান করবেন আর তোমার প্রতি বিশেষ তাজাল্লি প্রদান করবেন।

(লিসানুল মিযান, ২/১১৪, নম্বর ১৭৮৩)

সারে আসহাবে নবী তারে হে উম্মত কে লিয়ে
ইন সিতারোঁ মে বনে মুহরে মুনাওয়ার সিদ্দিক
ইন কে মাদাহ নবী ইন কা সানা গো আল্লাহ
হক আবুল ফযল কাহে অউর পায়ম্বর সিদ্দিক

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আশিকে আকবরের ইশকে রাসূল

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন: যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে ছওর গুহার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কখনো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে যেতেন আর কখনো পেছনে আসতেন, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: এরূপ কেনো করছো? তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ উত্তর দিলেন: যখন আমাদের খুঁজে বেড়ানোদের কথা মনে পড়ে, তখন আমি আপনার পেছনে এসে যাই আর যখন ওঁৎ পেতে থাকা শত্রুদের কথা মনে পড়ে তখন সামনে এসে যাই, যাতে আপনার কোনরূপ ক্ষতি না হয়। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে তুমি কি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ করতে চাও? তিনি আরয করলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমার এমনই ইচ্ছা। (আশিকে আকবর, ২৮ পৃষ্ঠা)

পরওয়ানে কো চেরাগ তো বুলবুল কো ফুল ব্যস
সিদ্দিক কে লিয়ে হে খোদা কা রাসূল ব্যস

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ৮টি বৈশিষ্ট্য

১. সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য হায়াতে মুবারাকায় ১৭ ওয়াক্ত নামায পড়িয়েছেন।

২. সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُই সর্বপ্রথম কোরআনে পাককে একত্রিত করেছেন। (উমদাতুল ক্বারী, ১৩/৫৩৪)

৩. হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُই সর্বপ্রথম **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে নামায আদায়কারী ছিলেন।

(তারিখুল খোলাফা, ২৫ পৃষ্ঠা)

৪. আহলে সুন্নাত এই ব্যাপারে ঐক্যমত যে, আম্বিয়া ও মুরসালিনের (عَلَیْهِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام) পর সকল মানুষ, জিন ও ফিরিশতাদের চেয়ে সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ উত্তম।

৫. সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাঁর মুবারক জীবনের ৪৭ বছর **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে অতিবাহিত করেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/৪৫৭)

৬. সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ঐ সৌভাগ্যবান, যিনি নিজেও সাহাবী, পিতাও সাহাবী, ছেলে, মেয়ে, নাতি সকলেই সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩০/১৯) তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ব্যতীত এই মর্যাদা আর কারো অর্জিত হয়নি।

৭. সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সর্বপ্রথম মসজিদুল হারাম শরীফে খুতবা দিয়েছেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, নম্বর ৩৩৯৮)

৮. সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাপড়ের ব্যবসা করতেন।

(লুমআতুল তানকিহ, ৬/৫০০)

চামনিস্তানে নবুয়ত কি বাহারে আউয়াল
গুলশানে দ্বীঁ কে বনে পেহলে গুলে তর সিদ্দিক

স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞান

হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞানের দক্ষতার রহস্য ছিলো এটা যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই জ্ঞান সরাসরি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে পেয়েছেন। **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানানোর আদেশ দেয়া হয়েছে আর এই জ্ঞান আমি যেনো "আবু বকর"কে শিখায়।

(তারিখে ইবনে আসাকির, হাদীস ৬৩২৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

অত্যাধিক প্রিয়

ইমামে আহলে সুন্নাত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল হাসান আশআরী رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আবু বকর সর্বদা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে অত্যাধিক প্রিয় ছিলেন। (ইরশাদুস সারি, ৮/৩৭০)

www.dawateislami.net

হযরত ইমাম আবদুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **“আল ইয়াওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির”** এ বলেন: **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ইরশাদ করলেন: তোমার কি সেই দিন স্মরণ আছে? আরয করলেন: হ্যাঁ, স্মরণ আছে এবং এটাও স্মরণ আছে যে, সেইদিন সর্বপ্রথম **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم “بَلٰی” ইরশাদ করেছিলেন। (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অঙ্গিকারের দিন, যখন **আল্লাহ পাক** সকল মানুষের রূহকে ইরশাদ করেছিলেন **“আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?”** তখন “بَلٰی” অর্থাৎ **“হ্যাঁ, অবশ্যই”** বলেছিলো।)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অঙ্গিকারের দিন থেকে জন্মের দিন এবং জন্মের দিন থেকে ওফাতের দিন আর ওফাতের দিন থেকে চিরন্তর পর্যন্ত মুসলমানদের সর্দার। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ৬২ পৃষ্ঠা)**

নবী কা অউর খোদা কা মদহে গো সিদ্দিকে আকবর হে
নবী সিদ্দিকে আকবর কা খোদা সিদ্দিকে আকবর কা

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

জান্নাতী সাহাবী হযরত যায়িদ বিন আরকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

পান করার জন্য পানি চাইলেন তখন একটি পাত্রে পানি ও মধু উপস্থাপন করা হলো। আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ তা মুখের কাছে নিয়ে গেলে কান্না করে দিলেন আর উপস্থিতিদেরকেও কাঁদিয়ে দিলেন অতঃপর তিনি رَضِیَ اللہُ عَنْہُ তো চুপ হয়ে গেলেন কিন্তু লোকেরা কান্না করতে রইলো। (তাদের এই অবস্থা দেখে) তাঁর মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং তিনি رَضِیَ اللہُ عَنْہُ আবারো কাঁদতে লাগলেন, এমনকি উপস্থিত লোকেরা ভাবলো, তারা এখন আর কান্না করার কারণও জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, অতঃপর কিছুক্ষণ পর যখন শান্ত হলেন তখন লোকেরা আরয করলেন: কোন বিষয়টি আপনাকে কাঁদিয়েছে? আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ বললেন: আমি একবার **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলাম, তখন **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের কাছ থেকে কোন কিছুকে দূর করতে গিয়ে ইরশাদ করছিলেন: আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও, আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। কিন্তু **তাঁর** নিকট কোন কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি কোন জিনিসকে নিজের কাছ থেকে দূর করছেন, আমি তো আপনার পাশে কোন কিছুই দেখছি না? **রাসূলে পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তা ছিলো

দুনিয়া, যা সুসজ্জিত হয়ে আমার সামনে এসেছে, তখন আমি তাকে বললাম: আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও, তখন তা চলে গেলো। সে বললো: **আল্লাহর** শপথ! আপনি তো আমার কাছ থেকে বেঁচে গেলেন, কিন্তু আপনার পরবর্তিতে আগতরা বাঁচতে পারবে না। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: আমার আশংকা হলো যে, দুনিয়া আমার সাথে জড়িয়ে গেছে। ব্যস এই কারণটিই আমাদের কাঁদিয়েছে। (মুসনাদে বাযযার, ১/১৯৬, হাদীস ৪৪)

একিনান মাম্বায়ে খউফে খোদা সিদ্দিকে আকবর হে
হাকীকি আশিকে খাইরুল ওয়ারা সিদ্দিকে আকবর হে
নিহায়াত মুত্তাকী ও ইয়ার সা সিদ্দিকে আকবর হে
তাকী হে বলকে শাহে আতকিয়া সিদ্দিকে আকবর হে

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

শানে সিদ্দিকে আকবর

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সাঈদ বিন জুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট (সূরা ফজরের) এই আয়াতের মুবারাকা তিলাওয়াত করা হলো:

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

(পারা ৩০, সূরা ফজর, আয়াত ২৭-৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে শান্তিময় প্রাণ! আপন **রবের** দিকে ফিরে যাও, এভাবে যে, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট আর **তিনি** তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আমার বিশেষ বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করো। আর আমার জান্নাতে এসো!

তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ বললেন: এটা কতইনা উত্তম। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার মৃত্যুর সময় ফিরিশতারা অবশ্যই এরূপ বলবে। (তাফসীরে তাবারী, ১২/৫৮১, হাদীস ৩৭২১৩)

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ বলেন: (হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ) যখন থেকেই **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক খেদমতে উপস্থিত হয়েছেন এরপর আর কখনোই আলাদা হননি। এমনকি ওফাতের পরও মুবারক পার্শ্বদেশেই আরাম করছেন।

একবার **রাসূলে পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুবারক ডান হাতে হযরত সিদ্দিক (رَضِیَ اللہُ عَنْہُ) এর হাত নিলেন এবং মুবারক বাম হাতে হযরত ওমর (رَضِیَ اللہُ عَنْہُ) এর হাত নিলেন আর

ইরশাদ করলেন: আমরা কিয়ামতের দিন এভাবেই উঠবো।
(তিরমিযী, ৫/৩৭৮, হাদীস ৩৬৮৯)

ইন্তিকাল শরীফ

আশিকে আকবর হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ২২ জমাদিউল আখির ১৩ হিজরী রোজ সোমাবার শরীফ ৬৩ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।
(সুনানুল কুরবা লিল বায়হাকী, ৩/৫৫৭, হাদীস ৬৬৬৩)

ওফাতের সময় মুবারক জবানে শেষ বাক্য এটাই ছিলো: হে **পরওয়ারদিগার**! আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করো আর আমাকে নেককার লোকদের সাথে মিলিয়ে দাও।
(রিয়াদুন নদারা, ১/২৮৫)

কলেমায়ে শাহাদতের বরকত

হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কে তাঁর ওফাত শরীফের পর কিছু লোক (স্বপ্নে) দেখলো এবং জিজ্ঞাসা করলো: হে আমীরুল মুমিনিন! আপনি আপনার জিহ্বা সম্পর্কে বলতেন: এই জিহ্বা আমাকে ধ্বংসের স্থানে নিক্ষেপ করেছে, তাই **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তখন তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বললেন: আমি তা দ্বারা لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللہِ পাঠ করেছিলাম, ফলে এই জিহ্বাই আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলো। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/৪৩১)

মকামে খোয়াবে রাহাত চেয়ন সে আ'রাম করনে কো
বানা পেহলুয়ে মাহবুবে খোদা সিদ্দিকে আকবর কা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আশিকে আকবর, সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মুবরক জীবন আমাদের জন্য অনন্য উদাহরণ, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ **ফানাফির রাসূলে**র মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রতিটি কর্ম যেনো **সুন্নাতে মুস্তফা**র (অনুসরণ) ছিলো। হায়! যদি আমরা সিদ্দিকে আকবরের গোলামরাও **সুন্নাতে মুস্তফা**র উপর দৃঢ়ভাবে আমল করা শুরু করে দিতাম, শুধু নিজে নয় বরং ঘরে ঘরে নেকীর দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়ে অপরকেও সুন্নাতের উপর চালিয়ে এরূপ শান সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাই।

যেমনটি আশিকে মাহে রিসালত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه লিখেন:

তেরে সুন্নাতোঁ পে চল কর মেরে রূহ জব নিকাল কর
চলে তু গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, সাহাবী ইবনে সাহাবী, হযরত আবু বকর

www.dawateislami.net

সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সহ সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان গোলামীর আসল প্রেরণা পেতে এবং অন্তরে রাসূল প্রেমের প্রদীপ জ্বালাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মনোরম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, অধিকহারে মাদানী কাফেলায় সফর করে সুন্নাতকে প্রসার করুন, নিজের চেহারায় সুন্নাত অনুযায়ী এক মুষ্টি দাঁড়ি এবং মাথায় ইংলিশ কাটিং চুলের পরিবর্তে সুন্নাত অনুযায়ী বাবরী চুল সাজিয়ে খালি মাথায় ঘুরাঘুরি করার পরিবর্তে পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিন। **আল্লাহ পাক ও তাঁর সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করে সকল সাহাবা ও আহলে বাইতকে ভালবাসুন, কেননা যেমন সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা ঈমানের নিরাপত্তার জন্য অতীব জরুরী, তেমনি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত লাভের জন্য অন্তরে পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসাও জরুরী। এই উভয় প্রকার মহান মনিষীদের ভালবাসা অন্তরে থাকলে তবে اِنۡ شَآءَ الله উভয় জগতে তরী পার হয়ে যাবে।

আহলে সুন্নাত কা হে বেড়া পার, আসহাবে হুযুর
নজম হে অউর নাও হে ইতরাত রাসূলুল্লাহ কি

সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর অত্যন্ত আদব করুন

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেনঃ মুসলমানের উচিৎ, সাহাবায়ে কিরামের (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) প্রতি অত্যন্ত আদব রাখা এবং অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তিকে জায়গা দিন। তাঁদেরকে ভালবাসা **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ভালবাসা এবং যেই দূর্ভাগা, সাহাবায়ে কিরামের (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) শানে বেআদবী সহকারে মুখ খুলে, সে **আল্লাহ ও রাসূলের** শত্রু। মুসলমানরা এরূপ লোকের পাশে বসবে না।

(সাওয়ানেহে কারবালা, ৩১ পৃষ্ঠা)

সাহাবীর প্রতি বেআদবী প্রদর্শনকারীদের কাছ থেকে দূরে থাকো

হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **‘শরহুস সুদূর’** কিতাবে লিখেনঃ এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তাকে কলেমায়ে তৈয়্যবা পড়তে বলা হলো। সে উত্তর দিলোঃ তা পড়ার ক্ষমতা আমার নেই, কেননা আমি এমন লোকদের সাথে উঠা-বসা করতাম, যারা আমাকে আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا কে গালমন্দ করার জন্য প্ররোচিত করতো। (শরহুস সুদূর, ৩৮ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! বন্ধুত্ব রাখার এই ভয়াবহ পরিনতি যে, মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হচ্ছিলো না, তবে যারা স্বয়ং বেআদবী করে তাদের কি অবস্থা হবে! অতএব শায়খাইনে করীমাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও ওমর) رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সহ সকল সাহাবায়ে কিরামের (عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) প্রতি বেআদবী করা ব্যক্তিদের কাছ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। শুধু আশিকানে রাসূল এবং সাহাবা ও আউলিয়াদের ভালবাসা পোষণকারীদের সহচর্যই অবলম্বন করুন, এই মহান মনিষীদের ভালবাসার প্রদিপ দ্বারা নিজের অন্তরকে আলোকিত করুন এবং উভয় জগতের কল্যাণের অধিকারী হোন। নিজের সন্তানদেরও এমনটি শিখান যে, নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী।

নবীর সকল সাহাবী	জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকও	জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও	জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে উসমানও	জান্নাতী জান্নাতী
ফাতিমা ও আলী	জান্নাতী জান্নাতী
নবীর সকল বিবি	জান্নাতী জান্নাতী

www.dawateislami.net

(আশিকে আকবর, সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জীবনি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা **“আশিকে আকবর”** এবং প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর”** পাঠ করুন। তা **দা’ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট থেকে ফ্রি ডাউনলোডও করতে পারবেন।)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জান্নাতের সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন; আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে এমন কোন আমল সম্পর্কে ইরশাদ করুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَا تَغۡضَبۡ وَلَكَ الۡجَنَّةُ" অর্থাৎ রাগ করো না, তবে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৯৯০ দারুল ফিকির, বৈরুত)

01082176

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net